সমাজসেবক ও মাঝির ছেলে ব্যারিষ্টার!

কর্ণফুলীর বিশ্লেষন

বাংলাদেশের বর্তমান বানভাসি ও দুস্থঃমানবতার সেবায় এগিয়ে আসার জন্যে অষ্ট্রেলিয়ান একটি সংস্থা থেকে গেল হপ্তায় সিডনীস্থ একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানের নামে কর্ণফুলীর দপ্তরে একটি তড়িৎডাক আসে। ডাকটি'র আহ্বানে আবেগাপ্লুত হয়ে তাদের এই মহতী উদ্যেগের জন্যে কর্ণফুলী দপ্তর থেকে গত শুক্রবার (১৭/০৮/২০০৭) বিকেল ৩.১৭ টায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে উক্ত অষ্ট্রেলিয়ান সংস্থাকে ফোন করা হয়। প্রাথমিক আলাপ শেষে ফোনটি একজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তার বরাবরে ট্রান্সফার করা হয়। এ্যাংলো-সেক্সান কণ্ঠস্বরে উক্ত কর্মকর্তা কর্ণফুলীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন বিষয়ে প্রথমে মাথায় বাজ পড়ার মত থমকে যান। অতপর সম্বিৎ ফিরলে তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বাংলাদেশের প্লাবন অথবা বন্যা সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলে সাফ জানিয়ে দিলেন। উক্ত বিষয়ে তাদের আপিসে আভ্যান্তরীন কোন ত্রান তহবিলও গঠন করা হয়নি এবং উল্লেখিত বাংলাদেশী সংগঠনটি'র সাথে তাদের সংস্থার কোন সম্পর্ক নেই বলেও তিনি নিশ্চিত করলেন। ব্যাপারটি সাথে সাথে অনুধাবন করতে পেরে বিদেশীর কাছে স্বদেশীর 'ইজ্জত'হানী হওয়ার কথা বিবেচনা করে তাৎক্ষনিক ফোন লাইনটি কেটে দেয়া হয়। মাথায় অনেক প্রশ্ন আসে, কিন্তু জবাব দেয়ার মত তখন কাউকে কাছে পাওয়া যায়নি। তাহলে দুর্গতদের সাহায্যে যিনি এই ত্রান তহবিলের তড়িৎডাকটি কর্ণফুলীকে পাঠিয়েছিলেন তিনি কি তার টেক্সি-ড্রাইভার ও ক্লিনার দেশীভাইদের ভীড়ে নিজেকে একজন 'পদস্থ ব্যক্তি' হিসেবে পৃথক ও 'আলোকিত' করার জন্যেই কি তার ঐ শিক্ষা দীক্ষা ও পদবীর ফিরিস্তি দিয়েছিলেন? সংগঠনে তার পদবী কি তা না দিয়ে ব্যক্তিগত পরিচয় ও চাকুরীর পদ-ঠিকানা তিনি কেন দিলেন? যদি সুশিক্ষিত এই পরিবেশ ও সভ্যদেশে নিজেকে তিনি এভাবে 'আলোকিত' করার চেষ্টা করেন তবে দেশে বেড়াতে গিয়ে সরল-সহজ তার গাঁয়ের প্রতিবেশীদের কাছে কিভাবে তিনি নিজেকে তুলে ধরেন? ভাগ্যিস দেশ থেকে আমদানীকৃত 'সৈয়দ বংশ' বা পৈত্রিক বংশধারার কোন পদবী তিনি উক্ত তড়িৎডাকে সংযোগ করেননি। সে জন্যে তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ। খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে সিডনী তথা অষ্ট্রেলিয়া প্রবাসী এরকম আরো অনেক বাংলাদেশীরা আছেন যারা নিজ ঔরসজাত সন্তানের কাছেও অনেক সময় তাদের পদ-পদবী প্রকাশ করতে মরিয়া হয়ে উঠেন। স্কুলগামী ছেলেকে ছুটি'র সময় খেলার মাঠ থেকে তুলতে হবে, ছেলের হাতে মোবাইল। বাবা বাসা থেকে রওনা দেয়ার আগে এক বন্ধুর সামনে ফোন করেন ছেলেকে। মাঠে সোরগোলের কারনে ছেলে বাবার কণ্ঠ বুঝতে পারেনি, বাবা তাৎক্ষনিক নিজের পরিচয়টুকু ছেলের কাছে তুলে ধরতে দ্বিধা করেননি, বললেন, "আমি তোমার বাবা ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট গোল্ড মেডেলিষ্ট ডক্টর আলহাজ সৈয়দ হুজ্জুত আলী বলছি, তোমার খেলা শেষ হয়েছে বাবা? আমি কি তোমাকে তুলে নিতে আসবো?"

হায় ইশ্বর, আমরা প্রবাসী বাংলাদেশীরা কি এমনি-ই থেকে যাবো! নিজের পদ-পদবীর পরিচিতিকে জনসেবার নামে এভাবেই প্রচার করবো! প্রবাসে এসেও কি আমাদের রূচীবোধের কোন পরিবর্তন হবেনা! আমাদের উত্তরসুরীরা কি তাদের পুর্বসুরীদের কাছ থেকে এগুলোই শিখবে! এরকম উদ্ভট রুচীর ব্যক্তিদের চরিত্র বিবেচনা করেই কি আশি-নব্বুই দশক ও বর্তমানে দুই বঙ্গের চলচিত্রের নামগুলো এমন হয়! যেমনঃ 'মাঝির ছেলে ব্যারিষ্টার','মা জানে না ছেলে কার','ধর শালারে এবার','বস্তির ছেলে ইঞ্জিনিয়ার','স্বামী কেন মরেনা','বাবা কেন চাকর', 'গরীব কেন কাঁদে','তোমার রক্তে আমার সোহাগ', 'মন্ত্রির হাতে বোতল','মধ্যরাতে খাটিয়ার আর্তনাদ', 'ফাটা বাঁশের চিপা থেকে বলছি','কার বিছানায় কে শোয়', 'সিঁড়ির তলায় পানের দোকান','তোমার সিঁথিতে আমার সিঁধুর' ইত্যাদি। সেই রুচীগুলোই কি তাহলে প্রবাসে আমরা এখনো বহন করছি? দৈহিক মাইগ্রেশনের সাথে সাথে কি আমাদের মানসিক মাইগ্রেশন আসলে হয়নি!

কর্ণফুলীর বিশ্লেষন